কবিতা

কবিতা।

শ্রীকেশবচন্দ্র কুণ্ডু

প্রণীত।

কলিকাতা;

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

ও

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন সাহিত্য যন্ত্রে

শ্রীসর্ব্বেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০৩।

বিজ্ঞাপন।

অশ্ব ও রজ্জু রথের গতি ফিরাইয়া থাকে, মনোরথ-গতি কিন্তু কেহ ফিরাইতে পারে না। মনোরথের বশবর্ত্তী হইয়াই এই কবিতা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিলাম।

কিন্তু বড়ই শঙ্কা হইতেছে; "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।"

কৃতজ্ঞতাস্বীকার।

সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনসৌন্দর্য্যের পক্ষে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সূচী

আভাস।

কি দুঃখ জীবনে সখা মধ্যাহ্নে আইল রে।
ঊষায় রে মন-মত
আদরের ফুল যত
কেহ বা শুখায়ে গেল কেহ বা ঝরিল রে,
কি দুঃখ জীবনে সখা মধ্যাহ্নে আইল রে।

২

এ পোড়া পরাণে কিছু ভাল নাহি লাগে রে।
ধরা লুকায়েছে তার,
মাধুরী মহিমা ভার,
সকলি মলিন যেন সেই অনুরাগে রে।
এ পোড়া পরাণে কিছু ভাল নাহি লাগে রে।

৩

কোথায় লুকাল মোর সে সুখ-শৈশব রে।
ছায়াহীন হাসি-ভরা,
সুখেতে আপন-হারা,
জীবনের ঊষা মম আর কি পাইব রে।
কোথায় লুকাল মোর সে সুখ-শৈশব রে।

৪

তার পর তার পর সে সুখ-কৈশোর রে।
আলো সনে ছায়া এল,
সুখে দুঃখ দেখা দিল,
সুখে দুঃখে ছিনু ভাল সেও গেল স'রে রে।
তার পর তার পর সে সুখ-কৈশোর রে।

৫

কেন বা আইল সখা মধ্যাহ্নে যৌবন রে।
আশা তৃষা মরীচিকা,
কি চেয়ে কি পাই দেখা,
সুধায় রে হলাহল দগধ জীবন রে।
কেন বা আইল সখা মধ্যাহ্নে যৌবন রে।

৬

অই যে সম্মুখে সখা বিষাদ কালিমা রে।
কালনিশীথিনী যথা
ছাইতেছে যথা তথা,
ভবিষ্য আকাশ ছেয়ে নিরাশ প্রতিমা রে।
অই যে সম্মুখে সখা বিষাদ কালিমা রে।

সেই রূপ।

অতি অপরূপ   আহা সেই রূপ
দেখা হতে আমি বেসেছিনু ভাল।
যাহা কিছু তার—   প্রিয়ার আমার—
কি যেন কেমন ছিল সব ভাল।

যেমন সুন্দর   বুকের ভিতর
দুঃখে সুখ আশা, যেমন সুন্দর
রূপেতে অতুল   বনে বন-ফুল
আলো করে রয় বিজন-অন্তর।

দুর্জ্জনের হ'তে   বহি দূর পথে
দুঃখিনী সে দুঃখে বেড়ি চারি ধার,
গ্রাম হতে দূরে   বিজন কুটীরে
ছিল করে আলো সে যেন আমার।

অপূর্ব্ব সুন্দরী অপরূপ নারী,
দেব কি মানব দুয়ের সে প্রিয় ;
ভাবে ঘোর ঘোর সদা ছিল ভোর
চেয়ে যেন ঊষা আর কমনীয়।

অতি মনোহর যেন সুধাকর
কমল সুন্দর মুখে হাসি তার,
ছিল যেন হাসি হাসিতে প্রকাশি
ফুল্ল ফুলে মরি ফুল্ল চন্দ্রিকার।

অতি অপরূপ আহা সেই রূপ
দেখা হতে আমি বেসেছিনু ভাল।
যাহা কিছু তার— প্রিয়ার আমার—
কি যেন কেমন ছিল সব ভাল।

ঘুমে জেগে হায় যথায় তথায়
যথা রূপ রত্ন প্রকাশের আগে।
সুখের বিভাষ পূরব আভাষ
চলে আগে তার নানা অনুরাগে।

অতি চমৎকার কান্তি সে তাহার
কি যেন কেমন ঘুমে ঢুলে ঢুলে
প্রতি পদে পদে জীবন্ত আমোদে
চলিতে সে তার আগে যেত চলে।

গানের মতন কি যেন কেমন
কথা গুলি তার থামিলেও কানে।
বিহঙ্গ ঝঙ্কার চাহি যেন আর
মধুরে বাজিত আকুল পরাণে।

নিতু অভিনব ছিল তার সব
চেয়ে রূপ সেই বারে বারে বার।
দেখে না মিটিত আশা না ফুরাত
দেখিতে সে তারে দেখিতুঁ আবার।

স্বভাব সুন্দর মরুভূর সর
নিদাঘের ফুল মতন প্রিয়ার।
ছিল না বিলাস সুখ অভিলাষ
স্বভাবে সে ছিল সব রূপ তার।

তুলিত না ফুল, বাঁধিত না চুল,
চিকুর চিকনে সদা এলাইয়ে;
ছিল বড় সুখে সেই চাঁদ মুখে
নীল নভে যেন চন্দ্রমা বেড়িয়ে।

অতি অপরূপ আহা সেই রূপ
দেখা হতে আমি বেসেছিনু ভাল;
যাহা কিছু তার— প্রিয়ার আমার—
কি যেন কেমন ছিল সব ভাল।

স্নেহের নির্ঝর প্রেম সরোবর
দুই রূপে মিশি সেই একাকার।
নির্ম্মল সরসী স্বভাব-আরসী
মত মরি আহা হৃদিখানি তার।

ভাবের হাওয়ায় ভাঙ্গি শতধায়
দেখাতাম কত কত শত বার।
বানে উছলিতে দু' কূল হানিতে
বুকে লয়ে ভরা প্রেমের জোয়ার।

দুঃখের পরাণে হতাশ তাড়নে
আশাময়ী যেন সকল সুখের।
ডুবিতে মিহির ধ্রুব চিরস্থির
তারা রূপে যেন দীপ সে সাঁজের।

দুঃখের আরম্ভে নিশার প্রারম্ভে
আসি সারা নিশি দুঃখে ঘুরে ঘুরে।
নিশাশেষ সুখে ঊষার সে বুকে
মিশে গেছে চিরসুখের সে ক্রোড়ে!

কি গান গাহিব ?

বেঁধে সুর যার তানে   নামিলাম ভরা প্রাণে
সে বীণা গিয়াছে ভেঙ্গে ছিঁড়িয়া যে তার,
কি গান গাইব আমি কি গান এবার।
ভেঙ্গে গেল হাত দিতে   সোহাগ না শেষ হ'তে
সাধের বীণাটী হায় হায় রে আমার।
ভরা প্রাণে ভোরপুর   কোথা পাব সেই সুর
মিলনের মরি মরি আর আমি তার।
সেই গো গিয়াছে চলে আসিবে না আর।
মিলন হয়েছে শেষ,   সব কি হইবে শেষ ?
হয় নি ক হবে না ক মিছা করি ভয়।
না হয় কানের কাছে   সে সুর থামিয়া গেছে
পরাণে যে লেগে আছে, যাবার ত নয়,
বিরহ মিলন লয়ে মধুর প্রণয়।

বিরহের দেবী যেই মিলনের দেবী সেই,
এক বস্তু, ভেদ কোথা, ভেদ কেন তবে ;
হাসিয়া সেবেছি যায়, কাঁদিয়া পূজিব তায়,
হেসে কেঁদে একি তান প্রণয়েতে রবে।
বিরহে প্রণয় কোথা যায় কার কবে ?

সে আমার গেছে চলে।

শেষ বারিবিন্দু যেন দগ্ধ প্রান্তরের,
শেষ আশা মোর হায় সকল সুখের !
সুখের স্বপন ভাঙ্গি সুখটুকু কেড়ে,
স্বপনের ফুল যেন শুষ্ক তরু ছেড়ে।
দগ্ধ প্রাণে একমাত্র প্রীতিপারাবার
শান্তিময়ী সুখময়ী মূর্ত্তি মমতার,
আঁধারের আলো যেন রাখিয়া আঁধার,
আমারে একাকী ফেলে
সে আমার গেছে চলে
কি যেন অভাবে প্রাণ কি যেন আমার

আবেগ।

শারদ পূর্ণিমা নিশি
হাসে রে সুন্দর,
সুষমা খেলায়ে যায়
দিক দিগন্তর।
তারি কথা লয়ে যেন
প্রাণে প্রাণে হায়!
সেই ত কুটীর অই
অই দেখা যায়।
কোকিল ঝঙ্কারে একি
প্রাণে হাহাকার,
জোছনার বুকে ঢালা
ও কি ও আঁধার।
আপন ইচ্ছায় হায়
পাগল যেমন,

কত আশা হৃদয়ের
কত সুখ জীবনের
দিয়া বিসর্জ্জন,
যাহারে দিয়াছি প্রাণ
সে আজ কোথায় ?
সেই ত কুটীর অই
অই দেখা যায়।
জ্বালায় পুড়ায়ে প্রাণ
আজ জোছনায়,
সেই ত কুটীর অই
অই দেখা যায়।

বরিষার শেষ মেঘ
শারদ শোভায় ;
কেন সে দাঁড়ায়ে কেন
কেন আজ হায় !

হারান সুখের শুধু
শেষ স্মৃতি লয়ে,
শূন্য প্রাণে আজ সে রে
কেন দাঁড়াইয়ে।

মৃতদেহে হয় কি রে
প্রাণের সঞ্চার ?
শূন্য গেহে সে কি ফিরে
আসিবে আবার ?

২

শারদ পূর্ণিমা নিশি
হাসে রে সুন্দর।
সুষমা খেলায়ে যায়
দিক দিগন্তর।

বারেক রে ভালবাসা
না জানায়ে মুখে,
বুকের বিষম বোঝা
চেপে রেখে বুকে।

ভালবাসা না চাহিয়ে
ভালবেসে যায়।
যে রূপ দেখিনু আমি
পাগলের প্রায়।

নয়নের সব শোভা
কাড়ি' লয়ে হায়!

সে মোর যাইল চলে
সে আজ কোথায় ?

৩

ভোলা মন ভুলাইয়ে
কুহকী আশায়.
সেই ত রয়েছে তার
আজ জোছনায়।
বিমল রজত কান্তি
মূর্ত্তিময়ী যেন শান্তি
সুখের কথায়
কুমুদী ফুটিয়া জলে
যেন তার কথা তুলে
দেখাইছে তার
সরমের সে বিকাশ
সুন্দর যে আর।
কোকিল ঝঙ্কারে এ কি
প্রাণে হাহাকার।
জোছনার বুকে ঢালা
ওকি ও আঁধার।

সায়াহ্ন সুখের কোলে
ও কি কাল ছায়া দোলে
বিবর্ণ মলিন,
আজ, আজ আজ না সে
মিলনের দিন।
কি দেখিতে এসেছিনু,
কি দেখিয়া যাই;
কি বলে পরাণে আজ
প্রবোধ রে পাই।
হুহু করে জ্বলে প্রাণ
দগ্ধ তৃষিকায়,
বলে দে বলে দে চাঁদ!
সে আজ কোথায়?
ধরায় অমিয়ারাশি
মূর্ত্তিময়ী সেই হাসি
মিশেছে কি হায়!
অমিয় যেখানে থাকে
তোর কি সেথায়,
আশা তৃষা মন মত
ছাই ভস্ম সব যত

এখন যা প্রধূমিত
জ্বলন্ত চিতায়।
নিবাইয়া সব আজ
নিবায়ে ধরায়।
তার সুখে সুখ দুঃখ
দিয়া বিসর্জ্জন,
ফিরাইয়ে ধরা হ'তে
দগ্ধ দু' নয়ন।
জুড়াই জুড়াই প্রাণ
বলি নিরন্তর।
শারদ পূর্ণিমা নিশি
হাসে রে সুন্দর

হতাশের স্বপ্ন।

১

নিঝুম পরাণ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যেন
এই ঘোরা রেতে।
কে বাঁশী বাজায় পরাণ যে যায়
পারি না যে শুতে॥
ওকি প্রহেলিকা অই যায় দেখা
কোথায় রে আমি।
অই না আমার প্রিয় বাসনার
সে জনমভূমি॥

২

দীরঘ তমাল তরুবর দুটী
দু' ধারেতে থুয়ে।
ভরা কাল জলে স্বচ্ছ সরোবর
সমুখেতে লয়ে॥
মাধবী লতায় গড়া মনোহর
অই না আমার।

প্রিয় বাসনার আশার কানন
প্রবেশের দ্বার ॥

৩

প্রিয় বাসনায় আলো করে যেন
কানন সে চারু।
প্রিয় বাসনায় আলো করে যেন
সুখের সে তরু।
মাধুরী মোহনে মধুর সুরভি
হৃদয়েতে লই।
কত ভাবে যেন কত জাতি ফুল
অই না সে অই

৪

ফুলের রাশিতে চাঁদের হাসিতে
অই না আমার।—
কোকিলার তানে ভ্রমরার গানে
প্রিয় বাসনার—
স্বভাবে গঠন প্রিয় দরশন
অতি অপরূপ—
নিভৃত নিলয় শান্তির কুটীর
লতিকা মণ্ডপ।

৫

বিরলে বসিয়া বনদেবী যেন
ফুলের মেলায়
বাসনা বিকাশে কেবা বামা অই
কিসের খেলায় ?
এলো মেলো বেশে আলু থালু কেশে
সমুখেতে তার
কাহার গলায় যতনে পরায়
অই ফুলহার।

৬

চিনেছি চিনেছি এ ভাব হৃদয়ে
কোথায় যে থুই
পাগল যে হ'নু পরাণ যে গেল
হাসি কিবা রোই
হারাইয়া যায় প্রাণের জ্বালায়
নিশি দিন কেঁদে
প্রবাসে রয়েছি নিদারুণ দুঃখে
এ দারুণ খেদে

৭

সে যে রে আমার মূরতি গঠিয়া
সমুখেতে রেখে
উদাস নয়নে পাগলিনী যেন
আমাকে নিরখে
আমার রে ধ্যানে আমার রে জ্ঞানে
তনময় হই
প্রণয়ের ভরে দিয়া ফুল হার
পূজিতেছে অই।

পুরাণ কথা।

কথা পুরাতন,
তবু সে আমার এখনো তেমনি
নূতন আছে।
আঁখিটী মুদিলে
হিয়ার মাঝারে সে যেন আমার
যায় রে নেচে॥

বসে এক দিন
সুখ অনুকূল মধুর মৃদুল
মলয় বায়।
কি যেন কেমন
উদাস পরাণে চেয়ে চেয়ে চাঁদে
গগন গায়।

সে সুখ বসন্তে
সে সুখ সময় তমালের তলে
তটিনী তীরে।
বহু দিন হল
জেগে জেগে যেন দেখেছিনু তায়
স্বপন ঘোরে॥

কথা পুরাতন,
তবু সে আমার এখনো তেমনি
নূতন আছে।
আঁখিটী মুদিলে
হিয়ার মাঝারে সে যেন আমার
যায় রে নেচে।

মানস মোহিনী
ভুবন ভুলানী সে রূপের আমি
কি কব কথা।
সে রূপমাধুরী
সাঁজের বেলায় কুমুদ কাননে
চন্দ্রিকা যথা।

দেখিতে দেখিতে
হৃদয় ছাইল ভুবন ভরিল
সে রূপ পেয়ে।
যেখানে চাহিনু
দেখিনু সে যেন সুখের আলোকে
রয়েছে চেয়ে॥

কথা পুরাতন,
তবু সে আমার এখনো তেমনি
নূতন আছে।
আঁখিটী মুদিলে
হিয়ার মাঝারে সে যেন আমার
যায় রে নেচে॥

কোথা হতে যেন
কত যে সোহাগ কত অনুরাগ
সুখের ঘোর।
বিহ্বলে আমায়
সহসা আইল হৃদয় ছাইল
করিয়া ভোর॥

সখারে সে দিন
কি বলিব আমি স্থখের সে কথা
যা হল হায়!
করিতে প্রকাশ
মনে মনে গাঁথা মনের রে কথা
কে পারে কায়?

আপন হারানু।
ছুইতে যাইনু ছুইতে নারিনু
উহু কি খেদ!
সহসা দেখিনু
তাহাতে আমাতে কি যেন কি যেন
কি যেন ভেদ।

আমার মনের
কথাটি যে শুধু মনেই রহিল
মুখে না এল।
স্বরূপ মানসে
সেরূপ আমার ক্রমে ক্রমে যেন
মলিন হল।

৪

কি দুঃখ কি দুঃখ!

নিঝুম প্রকৃতি চারিধার ময়
দেখিনু চেয়ে,
পুরিয়া জগৎ
বিকট আকারে কি যেন আঁধারে
আসিছে ছেয়ে।

ভয়ে ভয়ে দুলে
নিবিড় আঁধারে তরুমূল ছাড়ি
তটিনী-তীরে
সুখ জ্যোৎস্না
আকুলে পড়িয়া যেন কাল জলে
মিশিছে ধীরে।

সহসা কাঁদিয়া
গগনের গায় দেখিনু চাঁদিমা
পড়িছে ঢলে;
মনেতে করিনু
যেন যেতে তায় করি নিবারণ
দাঁড়াও বলে।

আমার মনের
কথাটিরে শুধু মনেই রহিল
মুখে না এল!
গগন হইতে
গাছের আড়ালে ঢলে পড়ি চাঁদ
চলিয়া গেল!

হারানু প্রণয়,
হারানু পরাণ, হারানুরে আলো
হারায়ে তায়,
ডুবিয়া আঁধারে
নীরবে কাঁদিনু তমালের তলে
তমাল প্রায়।

শান্তি।

নিশি দিন আমি
কেন কেঁদে মরি
নাই নাই বলে,

অন্তর-যামি
সে যে আহা মরি
আমায় কি ভুলে ?

সুখের কায়াটি
শুখায়েও গিয়া
কায়াটি ছেড়ে রে !

যেমন ফুলটি
গন্ধে শুধু রয়
প্রণয় পাত্রেরে

হৃদয়ে হৃদয়ে
সে যে রে আমার,
নয়নেতে নয়;

আমা পানে চেয়ে
লয়ে রূপ তার
আলো করে রয়।

নিশি দিন আমি
কেন কেঁদে মরি
নাই নাই বলে?

অন্তর-যামি
আহা মরি মরি
সে কি মোরে ভুলে?

আমার ছাড়িয়া
আমার আমার
সে কোথা গিয়াছে,

স্মৃতিতে জীইয়া
জীবনেতে তার
তেমনি সে আছে।

সেই আধ ভাষ
সেই মৃদু হাস
দেহের মাধুরী

কোথা না প্রকাশ
কোথা না বিকাশ
পরাণ ভিতরি।

নিশি দিন আমি
কেন কেঁদে মরি
নাই নাই বলে ?

অন্তর-যামি
আহা মরি মরি
সে কি মোরে ভুলে

উদয়াস্তুদয়
ভেদ চাঁদের রে
নয়নে যে চায়

ভেদটি কোথায়
হৃদয়ে যে হেরে
চাঁদ চিরোদয়।

স্বকাম সাধন
বাহ্য জগতে
ইন্দ্রিয় কুহক।

নয়ন-জুড়ান
প্রতিমা-পূজাতে
আছে কিবা সুখ!

নিশি দিন আমি
কেন কেঁদে মরি
নাই নাই বলে?

অন্তর-যামী
আহা মরি মরি
সেকি মোরে ভুলে

সুখের যোজনা
বিধির বিধান
যা কিছু সকলে ;

দুঃখের কিছুনা
কর দরশন
প্রাণ মন খুলে ;

প্রতিমা পূজার
মিছার আমার
আশাটী যে ছেড়ে

পাই অধিকার
মানস পূজার
আমি সাধু যেরে !

শেষ ছায়া।

(আলোর প্রতি)

অই নিশিকালে জীবনের আলো !
যেওনা যেওনা ;
হৃদয়ের নিধি ! দাঁড়াও দাঁড়াও,
ছায়ারে ছেড় না।

লুকায়ে সরমে না কহিয়ে কথা,
বুকভরা প্রেম অনুরাগে ব্যথা,
সোহাগেতে তব হনু পরকাশ ;
আমারে কর না কর না নিরাশ।

জীবনের নিধি, হৃদয়ের আলো
সাথে নিয়ে যাও।
ছায়ারে ছেড় না যেও না যেও না,
দাঁড়াও দাঁড়াও।

ছায়া যে তোমার দুঃখের দুঃখিনী,
ছায়া যে তোমার সুখের সুখিনী
কি পাপগহ্বরে
উন্নত শিখরে
পতিপরায়ণা আদর্শ নারীর
প্রণয়ের প্রায়,
এক ভাবে সেই নানা রূপ ধরি
আছিনা কোথায় ;
জীবনের আলো ছেড় না ছেড় না
ছেড় না ছায়ায়।

দুঃখের সাগরে
দুঃখের তরঙ্গ যবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে
আছাড়িয়া পড়ে,
তখন তোমায় দেখে যাতনায়
ছায়া কিহে ছাড়ে ?
জীবনের নিধি, হৃদয়ের আলো,
যেও না যেও না ;
তোমা ছেড়ে ছায়া একা এ আঁধারে
কখন রবে না।

যাবে পাছে পাছে, তোমা বিনে আর
কি আছে কি আছে ছায়ার তোমার ?
তোমার বিভবে বিভব যে তার,
রূপ গুণ সব তুমি যে ছায়ার ;
ছেড় না ছেড় না যেও না যেও না,
জীবনের আলো !
জীবন মরণে ছায়া যে তোমায়
বড় বাসে ভাল।
বিকচ কমলে মাধুবী যেমন
সুখের প্রণয়ে মমতা মতন,
চুপে চুপে ছায়া
লয়ে শূন্য কায়া
আসিলে আসিবে
যাইলে যাইবে,
তোমা সনে শুধু, শুধু এ ধরায়
জীবনের আলো ছেড় না ছায়ায়।

সান্ত্বনা।

কেন কাঁদ দুঃখে চির দুঃখিনীকে
দুঃখ দিয়া দুঃখে সুখ আসে সুখে,
ঘুমায় প্রকৃতি ঝটিকার 'পর
রাহু অন্তে শশী হাসে রে সুন্দর!
পল্লব খসিলে সঞ্চারে মঞ্জুর,
জরা অন্তে পায় শৈশব মধুর,
ভেবেও ভেব না এ দুঃখ যাবে না!
কেঁদ না কেঁদ না এ দুঃখ রবে না;
আঁধার সৃজন আলোর কারণ,
দুঃখের সৃজন সুখের কারণ,
দিবস বাসরে দেখিয়ে এ খেলা,
বুঝহ সুন্দরী বিধি বিধি-লীলা।

সুখ।

মায়া-জালে বেড়ে জগতেই আছি,
জগৎ ছাড়িয়া কোথায় রে গেছি!
চেও না আমায় চাইলে পাবে না;
জীবনের সুখ
জীবনেই আছে,
হাত দিয়া খুঁজে মেলে না মেলে না!

অৰ্ব্বুদ যেমন মোহের বন্ধন
ছিঁড়িলে মনেতে প্রকাশ পায়।
থাকিতে থাকে না জীবনের সুখ,
যাইলে কেবল জানাইয়ে যায়।

নহে বর্ত্তমান, নহে ভবিষ্যৎ,
অন্ধ মানব খুঁজরে আমায় ;
অতীতের দিনে অতীত কথায়
প্রতিদিন পাবি আমারে সেথায়।

প্রতিদিন খুঁজে বলিবি তখন
হয়নাক দিন
হবেনাক দিন
হায়রে সুখের গিয়াছে যেমন !

পাপিয়া।

ও কি ও উদাস প্রাণে মর্ম্মভেদী উচ্চতানে
বল রে বিহঙ্গ তুই বল বল বল,
কারে তুই হেঁকে হেঁকে অমন করিয়া ডেকে
এমন পাগল তুই এমন পাগল!

হাসে ফুল, হাসে তরু, হাসে রে কানন চারু,
হাসিতে জোছনা ঢলে পড়িছে ধরায়;
হাসিছে প্রকৃতি রাণী, শান্তিময়ী মূর্ত্তি খানি,
দেখে পাখী প্রাণ তোর কেন না জুড়ায়?

দিবানিশি এক বোলে বুক-ভাঙ্গা ঘন রোলে
কেন না রে ঘুচে পাখী বিষাদের ঘোর?
এত কি প্রাণের ব্যথা, এত কি খেদের কথা,
মর্ম্মভেদী কাতরতা গাঁথা হৃদে তোর?

নীরব গভীর রেতে সত্রাস শ্রুতির পথে
আশার বিহ্বলে যথা নিরাশ ক্রন্দন,
বিষাদে বিষাদ গাঁথা গত পুন প্রিয় কথা
হারান সুখের পাখী স্মৃতিতে যেমন।

ডুবে ডুবে যেন যায় ছিন্ন তারে মৃতপ্রায়
কি বলিতে কি বা বলে বীণার ঝঙ্কার;
মর্ম্মভেদী ওই স্বর নিশি দিন নিরন্তর
শুনিতে পারি না পাখী শুনিতে যে আর!

ধরার সহাস হাসে মধুভরা মধুমাসে
ঊষার গগনে পাখী নবদিবাকর,
জগৎ আনন্দময় যেন সুখ সমোদয়
নয় কিরে নয় পাখী নয় মনোহর?

নবদূর্ব্বাদলে ফুলে ঘুমে যেন ঢুলে ঢুলে
নীহারের কণাগুলি নয় কিরে নয়,
প্রভাত-পবনে জেগে রঞ্জি রবি নবরাগে
নয়ন-জুড়ান রূপে প্রীতি শান্তিময়।

আমার মতন পাখী! তোর কি পুড়েছে আঁখি,
হেলায় হারালি কবে বল বল বল!—
জগতে সৌন্দর্য্য সুখ, শান্তি-পূর্ণ ভরা বুক;
জানিলি জগৎ কবে দগ্ধ মরুস্থল?

সুখের শৈশব বেলা ভেঙ্গে গেলে ছেলেখেলা
একলা বসিয়া অই বৃদ্ধ তরুতল,
উদাস পরাণে থাকি এমনি শুনেছি পাখী!
তোর অই স্বর পাখী, পরাণ পাগল!

কত দিন চলে গেছে, এখন তেমনি আছে,
তেমনি সে কাতরতা করুণ উচ্ছ্বাস,
ভাল পাখী! শিখেছিলি, পরাণ উছলি তুলি
বিষাদসঙ্গীত গীতে কাতর উল্লাস!

ঘুমে বায়ু অচঞ্চল, নড়ে না পল্লবদল,
ঘুমায় সকল পাখী, ঘুমায় সকল;
তরঙ্গে না ভাঙ্গি হৃদি, নিথরে ঘুমায় নদী,
শ্বাসে যেন রাখি প্রাণ স্রোতমুখী জল।

করুণ কাতর তর হৃদয় দগধকর,
অনিচ্ছায় ম্লান হাসি দুঃখের যেমন,
বাড়াতে প্রাণের ব্যথা দারুণ দুঃখের যথা
জ্বলন্ত পুড়ন্ত মিছা সান্ত্বনা বচন !

উছলে উছল প্রাণ, কে করে বিষাদ-গান ?
তোর মত কে বা পাখী কে বা রে ধরায় ?
পবিত্র নিদ্রার কোলে কেবা না যন্ত্রণা ভুলে
একা বসি সারানিশি কেবা রে জাগায় ?

আপনা হারায় প্রাণ যথা করি অন্যে দান
দিবানিশি কেঁদে কেঁদে মনের ব্যথায়,
হতাশ, যেমন পাখী ! বিরলে বসিয়া থাকি
একলা বিষাদ গানে পরাণ জুড়ায় !

তেমনি ও তুই পাখী একলা বসিয়া থাকি
ঘুচাস কি ব্যথা প্রাণে বল খুলে বল,
শুনিতে পারি না আর মর্ম্মভেদী অই স্বর,
শূন্য প্রাণে প্রতিধ্বনি বড় যে প্রবল !

বনবিহঙ্গ।

ছেড়ে দেরে ছেড়ে দেরে
কেন রে রাখিস ধরে,
বনের বিহঙ্গ আমি
বনে বনে যাই উড়ে !
আমায় রাখিলে কি ফল ফলিবে
কেবল যাতনা ভার !
আমি বনপাখী তরু-শাখে থাকি
প্রকৃতি ভূষণ সার ;
আকাশের গায় উড়িয়া বেড়াই
মনোমত সঙ্গী লয়ে,
প্রশান্ত প্রান্তরে পল্লীগ্রামময়
গাইয়ে সমীর বয়ে

ছেড়ে দেরে ছেড়ে দেরে
কেন রে রাখিস ধরে,
বনের বিহঙ্গ আমি
বনে বনে যাই উড়ে!
নদ নদী কুল পাহাড় নিঝরে
সৌরভ ফুলের বনে,
আমোদে মাতিয়া উড়িয়া উড়িয়া
গাইব আপন মনে।

ছেড়ে দেরে ছেড়ে দেরে
কেন রে রাখিস ধরে,
বনের বিহঙ্গ আমি
বনে বনে যাই উড়ে
আবদ্ধ থাকিব আর কত কাল?
এ যে ভীম কারাগার;
আমি ক্ষীণ প্রাণী সহিতে নারি রে
নিঠুরতা অত্যাচার;
না দাও দেখিতে তরুলতা-দল,
বসনে পিঞ্জরবন্ধ,

নিশা কি বাসর ঘোর নিরন্তর
নয়ন রহিতে অন্ধ!
পৃথিবী আকাশ মলয় বাতাস
কভু লাগে না অঙ্গে,
প্রেম ভরে চঞ্চু তুলিয়া না পাই
খেলিতে সঙ্গিনী সঙ্গে।

ছেড়ে দেরে ছেড়ে দেরে
কেন রে রাখিস ধরে,
বনের বিহঙ্গ আমি
বনে বনে যাই উড়ে!
যখন অবনী নিস্তব্ধে আপনি
রৌদ্র বাস হাসি' পরে
যখন প্রকৃতি রবিখর তাপে
অধীরা হইয়া পড়ে!
বিটপি-পল্লবে ফুল্ল ফুলদলে
লুকাইয়ে ক্ষুদ্র দেহ,
আপনার গানে আপনি মাতিয়ে
লভি রে সুখের মোহ।

আবার যখন অনন্ত গগন
স্থাবর জঙ্গম লয়ে
নিঝুমে প্রকৃতি রজনীর কোলে
ঘুমায় বিভোর হয়ে,
চাঁদের কিরণে উড়িয়া উড়িয়া
চাহিয়া চাঁদের পানে
বউ কথা কও বউ কথা কও
বলি রে উধাও প্রাণে !

কেন রে রাখিস ধরে
ছেড়ে দেরে ছেড়ে দেরে
বনের বিহঙ্গ আমি
বনে বনে যাই উড়ে !
যুবতী যুবকে যখন পুলকে
দোঁহার বদন হেরে,
গভীর ভাবেতে নয়ন ভাষায়
উড়িয়া গরব ভরে ;
অদূর তরুতে বউ কথা কও
সোহাগ-সঙ্গীতে গাই ;

নূতন সোহাগে　　প্রেমের বিহ্বলে
　　আমি উভয়ে মাতাই!

　　কেন রে রাখিস ধরে
　　ছেড়ে দেরে ছেড়ে দেরে,
　　বনের বিহঙ্গ আমি
　　বনে বনে যাই উড়ে!
যখন স্বাধীন　　ছিনুরে বিপিনে
　　গুছাইয়ে গেহস্থলী
দম্পতী মিলিয়ে　　শুনিতাম নীড়ে
　　শাবক অস্ফুট বুলি
বন-ফুল কত　　দিতাম তাদের
　　যখন উদিত রবি,
সে সুখ গিয়াছে,　　এখন কেবল
　　একাকী বসিয়া ভাবি!

বসন্ত

সুখের আলয় আমার ধাম,
সুখের বসন্ত আমার নাম,
যা কিছু সুখের সকলেই আজ
এনেছি এনেছি আমি ঋতুরাজ ;

পরত ধরণী সহাস সাজ,
উঠত চন্দ্রমা হাসিয়া আজ,
ভাঙ্গিয়া বিরহ ব্যথিত প্রাণ
গাওত কোকিল পঞ্চমে গান ;
কুসুম সুরভি ছড়ায়ে আজ
বহত মলয় পবন-রাজ !

বীর বন-ভূমে, আশ্রমে মুনি,
বিপুল বিভবে প্রাসাদে ধনী,
প্রবল প্রতাপ বুঝুক মোর,
ঘুচুক সবার নেশার ঘোর !

কি করে বীরত্ব   কি করে জ্ঞান,
কি করে তন্মদ   ধনের মান ?
বসন্ত লইয়া   নানানুরাগ
যেথায় জাগায়   বাসনা যাগ,

অতি দূরদেশ   হিমগিরি যেথা,
ছুঁইয়া গগন ছাইয়া আছে।
পর-পর-পর   সকল ঋতুর
সুখের আবাস ফেলিয়া পাছে;
তুষারমণ্ডিত   উচ্চ শৃঙ্গদেশে
শীতের আলয় ছাড়ায়ে আর,
স্বরগের কাছে   স্বরগের সম
আমার আলয় সবার সার।

মুঞ্জর রে তরু   মুঞ্জর লতা।
গিয়াছে শিশির   গিয়াছে ব্যথা;
আমার উৎসবে   মাতায়ে প্রাণ
ধরত পাপিয়া   ঝঙ্কার তান;
ফুটত রে সুখে   কুসুম-কলি,
গাও ত কোকিল   গুঞ্জর অলি;

৭

সুরুচি আপনা ভুলিয়া যাক্।
হৃদিহীন প্রাণী অবাকে থাক।
ভাঙ্গিলে রে ঘুম স্বপন যায়,
স্বপনের নিধি জেগে কে পায়।
আচার বিচার সকলি মিছার
জ্ঞানের কুহক বিষম ভ্রম,
বিচারে যে চায় সুখ যে রে তায়
শুধুই কেবল আশার ক্রম।
অন্ধ পরাণে দেখা যা যায়
বিচারে আনিয়া কি ফল তায়?
প্রাণ আছে কি না জানিবার আশে
প্রাণময়ী ছবি ছিঁড়িয়া ফেলে,
পিশাচের মত শূন্য প্রাণ দেখে
কার প্রাণে সুখ কবে রে মেলে?

ভাল বেসে প্রাণে যাহারে চায়,
সুজন প্রেমিক মিলয়ে তায়;

পেয়ে কেন দিন হারাও হেলে?
জনম যে যায় লহমা গেলে!

চুম্বিয়া চাঁদেরে তটিনীর বারি
 মিছা কিরে ঢালে সুধার ধারা,
মিছা কি তটিনী হৃদয়ে চাঁদের
 ধরে শত রূপ পাগল পারা ?
মিছা কি মিছা কি প্রাণের রে হাসি
 প্রাণ দিয়া পরে আপনা খুজে,
সুখ কি পরাণে যদি না পরাণ
 আপনায় ভুলে অপরে মজে।

ভাল বেসে প্রাণে রেখ না খেদ,
স্বরগে মরতে কর না ভেদ ;
প্রেমের জগতে সবাই সম,
মিছা কুল শীল মোহের তম !
ভাল বেসে প্রাণে হয়ে যে সুখী
মরতের ফুল, সূরযমুখী
আকাশের রবি আকাশে হায় !
দোঁহা পানে দোঁহা চাহিয়া রয়।
দিনে দিনে দিনে গুণিয়া তারা
কে আছ কোথায় কাঁদিয়া সারা,
কহত আমায় কেবা কি ছলে

দিয়া গেছে প্রাণে আগুন জ্বেলে ?
কি বা সে রমণী কি বা সে নর,
কি বা সে আপন কি বা সে পর,
যত কেন তেজ গরবে র'ক
যতই কেন না পাষাণ হ'ক,
ভালবাসা দিয়া বুঝায়ে ব্যথা
পায়ে ধরে এনে কহাব কথা।

সহজে বন্ধুর প্রেমনিকেতন
সারি সারি সারি বেড়িয়া রে যেথা
কল্পবৃক্ষ গুলি দাঁড়ায়ে রে আছে
ঘুচায়ে প্রাণের সকল ব্যথা ;
ভোলা ভোলা মনে সরল প্রাণের
ছবি গুলি যেথা হৃদয়ে লয়,
সরল ভাবের স্বভাবে আপন
স্বভাবের রাণী সুখেতে রয় ;
ত্যজি যারে আজ আমি ঋতুরাজ
আহা সে সুখের জনমভূমি,
ভূতের মতন ঘুরিতে ফিরিতে
শুধু এ ধরায় আমি আসিনি।

সুজীর্ণ কুটীরে মলিন বাসে
দিবানিশি দুঃখে দীরঘশ্বাসে
কেঁদ না দুঃখিনী কেঁদ না আর,
ঘুচাব তোমার দুঃখের ভার ;
আমি রাজা, রাজ-ধরম জানি—
একে না রাখিয়া আনে না টানি ;
ধনী কি কাঙ্গালে করি না বাছ,
সকলে সমান আমার কাছ ;
আমার ধরায় কেহ না দুখী,
আমার আকাশে সবাই সুখী ;
মধুর মলয় আমার বায়
সবায় সমানে মধুরে রয় !
আমি রে মধুর কোমল অতি
সমভাব সবে আমার নীতি !
সমান হাসিতে করিয়া তুল
শ্মশানে কাননে ফোটাই ফুল।
সুখের দেবতা আমি রে আমি
আমার এ ধরা লীলার ভূমি
তাতে বাতে জ্বালা সহিয়া ধীরে
অবশ পরাণে শ্মশান স্থিরে

সমাধিতে শোভা সকল রেখে
যখন রে ধরা কাঁদিতে থাকে—
কিশোরীর প্রাণে ধীরে ধীরে যথা
সরমে সোহাগ প্রকাশ পায়,
ঘুমের ঘোরেতে পরাণে যেমন
সুখের স্বপন ছাইয়া যায়—

হাসির অভাবে হাসিটি লয়ে,
ধীরে ধীরে কারে কিছু না কয়ে,
জীবের জীবনে মধুর ভাবে,
যা কিছু সুখের ছাইয়া সবে,

স্বরগের সুখে মরতে মাতি,
নানান কুহক কৌশল পাতি;
ভাবময় প্রাণে ধরায় ছেয়ে
দিন কত শুধু প্রকাশ পেয়ে,

দিবালোক যথা কাল নিশাগমে
আপন মহিমা প্রচার তরে,
যেমন ধরায় ত্যজিয়া রে যায়
হইয়া নূতন আসিতে ফিরে ;—

ধীরে ধীরে যথা মিলনের সুখ
বিরহে মহিমা রাখিয়া যথা
গিয়া দুঃখে, পুন আনিবারে রয়
লইয়া প্রাণের নূতন কথা।
বছরে বছরে আপন মহিমা
কেবল ধরায় প্রচার তরে,
চলে যাই আমি আবার আবার
হইয়া নূতন আসিতে ফিরে।

ঊষা।

বসে থাকি আমি চোখের কাছে
দেখি যেন ঊষা দাঁড়ায়ে আছে!
কিবা সে সুন্দরী
আহা মরি মরি!
সে রূপ সম্ভব মানবে নয়;
দেবেও তেমন বুঝি না হয়!
মনোহর স্থান কানন কাছে
বয়ে যায় নদী সমুখে নেচে;
বসে থাকি আমি কেবল একা
অদূরেতে গিরি যাইলে দেখা;
প্রভাত পবন মৃদুল চলে
গাছ পাতাগুলি ঈষত তুলে,
ভাঙ্গি দিলে ঘুম পাখীর সব
ধরিলে রে তারা মধুরে রব—

গৈরিক বসন গায়েতে ঢেকে
প্রেমময়ী যেন অনুরাগে থেকে,
হেসে আসে উষা কানন মাঝে
মনোহর তার ফুলের সাজে!

তরু লতা নানা কাননে আছে,
উষা আসে আগে তাদের কাছে—
কারে ঢেলে বারি জীবন দিয়ে
কার মুখে বা সে চুমটি খেয়ে
কাননে সে নিতি হাসিতে থাকে;
সবে সুখী হয় তাহার সুখে।

উষা সে বনের দেবতা যেন;
না হলে না হলে না হলে কেন
তরুগুলি দোলে
লতা পড়ে ঢলে
কেন বা তাহারে তাহারে দেখে,
ফুল ফল সব পূজায় রেখে?

মুগধ পবন মৃদুল বায়
কানন ছাড়িতে আর না চায়;
ঝুর ঝুর ঝুরে
চুপু চুপু স্বরে
সুখের কথায় পাতাটী নেড়ে
কেবল কাননে বেড়ায় ঘুরে!

শশি-অপগমে উদিলে রবি,
ঊষা মোর সেই স্বভাব ছবি;
প্রশান্ত গভীর
সেই সে নদীর
উজান বারির ধারার মত,
আপনার সুখে নয় সে রত,
পরে সেই ছবি হৃদয়ে ধরে
পরের সে সুখে সোহাগ করে।
সুখতারা মত সুখের বাসে
নিতি নিতি ঊষা কাননে আসে;
কাননের কাজ ফুরালে তার
হেসে ঊষা বসে নদীর ধার;—

গানের মতন
কথায় যখন
চেয়ে চেয়ে সেই নদীর দিকে
এক মনে ঊষা বলিতে থাকে,—
সুখ চেয়ে সুখ দেখিতে ভাল,
চাঁদ চেয়ে ভাল চাঁদের আলো ;
তার চেয়ে ভাল সুখটি হায়
পরে ধরে যবে প্রকাশ পায় !
সরল পরাণে
সে সুখের তানে
ভুলে গিয়া আমি মনের খেদ,
ভুলে গিয়া আমি কালের ভেদ,
কিশোর যৌবন
নিশার স্বপন
মনে হয় যেন সে মধু রবে ;
ঊষাময় হেরি যা কিছু সবে।
নিতি নিতি চেয়ে নদীর দিকে
ঊষা সনে বলি বড়ই সুখে,—
এক রবি শশী আকাশে থাকে
নদী ধরে তায় শতেক দেখে !

বন ফুল।

কলিতে ফুটিয়া রয়েছে সে যে
বনের কুসুম কানন মাঝে,
চারি ধারে কাঁটা, যাবে কে কাছে ?
ঘুরে ঘুরে অলি ফিরিয়া গেছে !

কাননেতে ফুল নানান জাতি,—
আলো করে আছে
নানা রূপ গাছে
নানান রকম রূপেতে মাতি ;
কেহই তাহার মতন নয়,
বনের কুসুম হলে কি হয় ?

ভুলিয়া সরম বেহায়া মেয়ে,
গোলাপ কি বেল জাতি কি জুঁয়ে
আছে বটে রূপ সেথায় লয়ে;
থাকিলে কি হয়
কে বা কবে লয়
খুঁজিয়া বাহার বেহায়া চেয়ে।

বনের সে ফুল
ফুল মাঝে ফুল
নামটি যেমন শুনিতে কানে
তেমনি সে রূপ তেমনি গুণে
বনের সে ফুল
বিকাশে মুকুল,
মুকুল বিকাশ দেখাতে রয়
কেহই তাহার মতন নয়!

কুসুমের রাণী কমল বটে
অদূর তড়াগে রয়েছে ফুটে,
হলেও সে রাণী হয় কি হয়?

ভ্রমরা যে এলে
ভয়ে ঢুলে ঢুলে
রবি চেয়ে কত কথা গো কয়
বনের সে ফুল তেমন নয়।

বোঝেনাক প্রেম কাহারে কয়,
আপন গরবে আপনি রয়;
নিদাঘে যখন
প্রখর তপন
ধরায় অনল ঢালিয়া দেয়,—
সুখের কুসুম শুখাতে রয়,
বনফুল শুধু হাসিতে থাকে,
নিদাঘেতে দুঃখ কি দিবে তাকে?

যতনে যে রয় অযতনে মরে,
দুখিনীর দুখে কে কবে কি করে,
তাপেতে শুখায়
সোহাগীরা হায়
দুখিনীর দুঃখ কিছুই নয়;
হাসি মুখে সে যে সকলি সয়।

কাঁটা গাছে ফুল জনম লয়ে
অযতনে জ্বালা নানান সয়ে,
যতনেতে রূপ লুকায়ে রাখি
বিরলেতে বসে একলা থাকি,
যুবতীর হৃদে
যেন ঘোর নিদে
হেলায় সে দুঃখ সহিয়া শত
লালসাবিহীন প্রেমের মত।

ফুটি ফুটি করি
ফুটিতে না পারি,
নীহারকণায় সান্ধ্য সমীরে,
দিনে দিনে শেষ আপনি বেড়ে,
যোগিনী সে হয়ে ফুলের মাঝে
ফুটেছিল যেন দেবের কাজে!

পাগলী।

চোখে লয়ে জল
হাসে খল খল
শুধালে পাগলী কয় না কথা;
বোঝালে বোঝে না প্রাণের ব্যথা;
ধূলা মেখে তার সোনার গায়
কে জানে সে যে কি আমোদ পায়।

ভরা সে যৌবনে রূপের ছবি
স্বভাবে পাগলী সুখের কবি,
আলো করে বসি রূপের হাটে
কত ছড়া কাটে দীঘীর ঘাটে।

সুখে দুখে মুখে মাখান হাসি
যে দেখে সে বলে ভালই বাসি,
পাগলী কিছু না কাহারে চায়
যতন করিলে পালায়ে যায়।

প্রতিদিন প্রাতে ঘুমের ঘোরে
ডাকিতে না পাখী মধুর স্বরে,
ভাঙ্গিয়া নিশির নিঝুম তান
ধরিয়া পাগলী মধুর গান
সকাল হইতে সাঁঝের বেলা
যেখানে সেখানে করিয়া খেলা,
চুপে চুপে কারে কিছু না বলে
নিশীথে সে যায় নিঝুমে চলে।

পাগলিনী গায়,—
সব গেছে হায়
জনে জনে যেন যতেক ফুল,
জনে জনে যেন যতেক তারা,
আলো করে সেই দীঘীর কূল;
ভাই বোন যত সব মনমত
ছিল তার কত, সব গেছে তারা।
পাগলিনী বলে,—
কে জানে কি ছলে
সে কাল দীঘীর মিশ কাল জলে
ঢে'য়ে ঢে'য়ে বায়ু নাচিয়া চলে

মরালে মৃণাল ছিঁড়িয়া খায়
কমলিনী প্রাণে কতই সয়!

গ্রামপ্রান্তভাগে ভগন মঠে
যমুনা দীঘির শ্যামল তটে,
যেখানেতে বট অশথ ছায়
নিঝুমে আঁধার খেলাতে রয়,
নিশিতে পাগলী একলা থাকে,
আয় আয় করে তারাকে ডাকে;
তারা যে গো তারা কিছুই নয়,
কিছুতে তাহার মনে না লয়,
বারে বারে যদি বলি গো তাকে—
তারা কি মানুষ আসিবে ডাকে?
পাগলিনী বলে,—মানুষি তারা
মরিয়া হয়েছে অমন ধারা!
সে সব মানুষ পাগলী কারা
ভাই বোন সব সবাই তারা!

আঁখি ছল ছলে
যত বার বলে

ততই কেবল উদাসে চায়,
কি বলে পাগলী বুঝি না হায়!
বারে বারে যদি বলি গো তাকে
কি ফল পাগলী একলা থেকে?
পাগলিনী বলে, থাকি না একা,
সবাই যে তারা দেয় গো দেখা;
পাগলী পাগলী কেহ ত নাই,
ভেবেছিনু আগে আমি ও তাই!
যত বার বলি ততই বলে,
বুঝি না পাগলী বলে কি ছলে!
পাগলিনী দেখা দেয় গো কারা
ভাই বোন সব সবাই তারা;
বারে বারে যদি শুধাই তায়
গ্রামেতে কি তারা দেখ না যায়?
পাগলিনী বলে
গ্রামকোলাহলে
ভয় করে তারা কাছে যে এসে,
কয়নাক কথা মধুরে হেসে;
পাগলী পাগলী তাও কি হয়?
পাগলিনী বলে, হয় গো হয়!

এক মনে একা যবে সে ডাকে
তারা গুলি যেন নামিতে থাকে ;
মনে যেন হয়
ঠিক্ তারে কয়
দিন কত পরে হারালে শেষে
লয়ে যাবে তারা তারার দেশে ;
কয় দিন মাঝে পাগলী আর
আসেনিক গ্রামে একটি বার ;
কয় দিন—মাঝে—ঘুমের ঘোরে
শুনেনি সে গীত মধুর স্বরে।

প্রাণের ভিতর কি যেন কত
পাগলীর ভাবে পাগল মত,
কত কি ভাবিয়া কেঁদেছি মনে
কি হল তাহার কিছু না শুনে ;
না দেখে সে ঘাটে, না দেখে মঠে
না দেখে দিঘীর শ্যামল তটে,
গ্রাম পরে গ্রামে প্রান্তর বনে
যেথা সেথা তারে দেখিতে মনে
নিশি দিন কত খুজেছি একা,

কোথাও তাহার পায়নি দেখা ;
নিঝুম রজনী চলেছি একা,
গগনেতে চাঁদ দিয়াছে দেখা,
চারি ধারে তরু মনের সাধে
ধরিবারে ফুল কেন বা কাঁদে ?
চুপে চুপে চুপে মারুত মন্দ
চুরি করি আনি ফুলের গন্ধ
উদাসেতে কেন যাইছে উড়ে ?
হরিষে বিষাদ কি আছে দূরে ?

ছাড়ায়ে অশথ, ছাড়ায়ে বট,
ছাড়ায়ে দিঘীর শ্যামল তট,
সমুখেতে ভাঙ্গা মঠের কাছে
দেখি না—পাগলী শুইয়া আছে ;
ছবি খানি যেন হেলায় পড়ে
হারায়েছে রং গিয়াছে ঝরে ;
পাগলীর আর সে ভাব নাই,
জলন্ত আগুনে পড়েছে ছাই !
চেয়ে আছে সে যে চাঁদের পানে,
চেয়ে আছে চাঁদ তাহার পানে,

পাগলী পাগলী বলিয়া তায়

কত বার ডেকে দেখিনু হায়!

গিয়াছে পাগলী

কিছুই না বলি

যেখানেতে আছে ভগিনী ভাই;

পড়ে আছে দেহ, সে আর নাই!

কে বা ভাল ?

যেমতি অম্বরে ঝিকি ঝিকি করে
তারাকানিকরে,—তেমতি সুদূরে
অসংখ্য আলোক মিশি পরস্পরে
খেলা করে অই নিবিড় আঁধারে
খেলা করে যথা মুনি মন লোভা
নিবিড় কুন্তলে মণিময় আভা !

কোনটি রে ভাল আঁধার না আলো ?
রজনী না তারা মণি না কুন্তল ?
নিশিতে সুন্দর দীপ মনোহর
নিশিতে সুন্দর তারকানিকর,
দিবসেতে নয় একি চমৎকার
কে বা ভাল, এর আলো কি আঁধার
মিশি পাশে পাশে সমান উচ্ছ্বাসে
অই যে দুপাশে, বিশ্বেশ্বর পাশে

জ্ঞানালোকময় জ্ঞানিবৃন্দগণ
অজ্ঞান আঁধারে ঘোর মূঢ় জন
চলেছে চলেছে, ওহে চন্দ্রচূড়
কারা ভাল এর জ্ঞানী কিংবা মূঢ়,

প্রভাকর করে পরকাশ তরে
আঁধার বাহিরে যথা নীলাম্বরে
অন্যান্য আলোক মিশিতে রয়,
তেমতি হে দেব! তব করুণায়
অজ্ঞানে আঁধারে ভাবিছে সুন্দর
শূন্য হয় হ'ক তবু মনোহর

ভবিষ্য আকাশে স্বর্গীয় আকাশে
সুখে সেবিবে সে সুখের বাতাসে
জ্ঞানালোক ভাবে কিসে লীন হয়ে
তোমাতে শেষেতে যাইবে মিশিয়ে
কারা ভাল দেব? এর কে বা ভাল?
জ্ঞানী কিংবা মূঢ়? আঁধার না আলো?

সমাপ্ত।